M.A. 4TH. PAPER-401 Page - (1)

Q. What do you mean by curriculum? What principles would you follow to construct it? Distinguish between activity curriculum and integrated curriculum. 5+9+6

S.R.

পাঠক্রমের আধুনিক ধারনা [Modern Concept of Curriculum]:-

'পাঠক্রম' শব্দটির ইংরেজী প্রতিশব্দ হল Curriculum। ইংরেজী 'curriculum' শব্দটি ল্যাটিন শব্দ 'Currere' থেকে এসেছে, যার অর্থ দৌড়' [Race]। এই দিক থেকে Curriculum শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হল—'বিশেষ লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য দৌড়ের পথ' ['Course to be run for reaching a goal']। শিক্ষার লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য যে পথে অগ্রসর হতে হয়, তাই হল পাঠক্রম বা curriculum। পাঠক্রম শিক্ষার লক্ষ্যে পৌঁছানোর উপায়।

(ক) পাঠক্রমের গতানুগতিক ধারনা:

✓ [i] গতানুগতিক অর্থে পাঠক্রম হলো কতকগুলি জ্ঞানমূলক বিষয়ের সমন্বয়। এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকাতে বলা হয়েছে — পাঠক্রম হলো বিভিন্ন স্তরের শিক্ষালয়ে অনুশীলিত পাঠ্যবিষয়সমূহের সমন্বয়। এই অর্থে পাঠক্রম এবং পাঠ্যসূচীকে সমার্থক হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে।

✓ [ii] গতানুগতিক অর্থে পাঠক্রমে সেইসব সীমিত সংখ্যক বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করা হত, যেগুলির শৃঙ্খলামূল্য সবচেয়ে বেশী, যেমন, বিচারশক্তির উন্নতির জন্য অঙ্ক, স্মৃতি-শক্তির উন্নতির জন্য ব্যাকরন এবং কল্পনাশক্তির বিকাশের জন্য সাহিত্যকে পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা হত। এটাই ছিল পাঠক্রম সম্পর্কে গতানুগতিক ধারনা।

পাঠক্রমের আধুনিক ধারনা:

আধুনিক পাঠক্রমের ধারনা খুবই ব্যাপক। এই অর্থে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর পারস্পরিক ক্রিয়ার মাধ্যমে শিক্ষার্থী যা কিছু শেখে তাই পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ পেইনি (Payne) বলেছেন—'শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্বের বিকাশ এবং আচরনগত পরিবর্তনের জন্য বিদ্যালয়ে যে সব কর্মসূচী নির্বাচন করা হয় এবং সচেতনভাবে পরিচালনা করা হয়, তাদের সমন্বয় হল পাঠক্রম'। মুদালিয়র কমিশন বলেছেন, "পাঠক্রম বলতে কেবলমাত্র কতকগুলি জ্ঞানমূলক বিষয়ের সমষ্টি নয়, বিদ্যালয়ের শ্রেনীকক্ষে, গ্রন্থাগারে, পরীক্ষাগারে, খেলার মাঠে এবং শিক্ষকদের সঙ্গে দৈনন্দিন মেলামেশার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীরা যে সমস্ত অভিজ্ঞতা অর্জন করে থাকে, তারই সমন্বয় হল পাঠক্রম।" এইসব অভিজ্ঞতাগুলি আধুনিক শিক্ষার লক্ষ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এমনভাবে নির্বাচন করা হয়, যাতে তারা একই সঙ্গে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত চাহিদা এবং সমাজের চাহিদাকে পূরন করতে পারে। সুতরাং আধুনিক ধারনা অনুযায়ী পাঠক্রম হল ব্যক্তিজীবনের সর্বাঙ্গীন বিকাশের উপযোগী সুনির্বাচিত বহুমুখী অভিজ্ঞতাসমূহের সার্থক সমন্বয়।

আধুনিক পাঠক্রমের বৈশিষ্ট্য:

পাঠক্রমের এই আধুনিক ধারনাটিকে বিশ্লেষন করলে, আমরা তার নিম্নলিখিত

বৈশিষ্ট্যগুলি দেখতে পাই ঃ

[১] পাঠক্রম এমন কতকগুলি অভিজ্ঞতা ও কর্মের সমন্বয় যেগুলি অর্জনের মাধ্যমে ব্যক্তিজীবনের সর্বাঙ্গীন বিকাশ হয়।

[২] ব্যক্তির সর্বাঙ্গীন বিকাশের জন্য তার বৌদ্ধিক, মানসিক, প্রক্ষোভিক, নৈতিক, সামাজিক প্রভৃতি সর্বপ্রকার অভিজ্ঞতা পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। পাঠক্রমে বিভিন্ন অভিজ্ঞতাসমূহের সামঞ্জস্যপূর্ন বিন্যাস করা হয়।

[৩] পাঠক্রমের ধারনা আধুনিককালে অনেক ব্যাপক। এর মধ্যে শ্রেনী অন্তর্ভুক্ত এবং শ্রেনীবহির্ভূত দু'ধরনের অভিজ্ঞতা থাকে।

[৪] পাঠক্রম শিক্ষার মতই গতিশীল বা পরিবর্তনশীল। শিক্ষার লক্ষ্য পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত অভিজ্ঞতাসমূহের পুনর্বিন্যাস করা হয়।

[৫] পাঠক্রম হল শিক্ষার লক্ষ্যে পৌঁছানোর উপায়। পাঠক্রমের মাধ্যমে শিক্ষা নামক জীবন প্রক্রিয়াকে সুনির্দিষ্ট পথে পরিচালিত করা হয়।

[৬] পাঠক্রমের দুটি দিক আছে — একটি তাত্ত্বিক দিক, অপরটি তার ব্যবহারিক দিক। তাত্ত্বিক দিক থেকে পাঠক্রম শিক্ষার উদ্দেশ্যের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। ব্যবহারিক দিক থেকে পাঠক্রম সেই উদ্দেশ্যলাভের বাস্তব প্রথার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত অভিজ্ঞতাসমূহকে সার্থক সমন্বয়ে গ্রথিত করা হয়।

কাজেই দেখা যাচ্ছে, আধুনিক ধারনায় পাঠক্রম কেবলমাত্র পাঠ্যসূচী এবং শ্রেনীকক্ষে অনুশীলনযোগ্য কাজের সমষ্টি নয় — ইহা শিক্ষার্থীর ব্যক্তিসত্তার সার্বিক বিকাশের উপযোগী সুনির্বাচিত বহুমুখী অভিজ্ঞতাগুলির সার্থক সমন্বয়।

৪। আদর্শ পাঠক্রম রচনার মৌলিক নীতি ঃ

আধুনিককালে শিক্ষাবিজ্ঞানে আদর্শ পাঠক্রম রচনার জন্য কতকগুলি অবশ্য করনীয় নীতি নির্ধারন করা হয়েছে। এগুলিকে বলা হয় পাঠক্রম রচনার মৌলিক নীতি। এই নীতিগুলি হল নিম্নরূপঃ

৪ [১] পাঠক্রমের ব্যাপক অর্থগ্রহন ঃ

আদর্শ পাঠক্রম রচনা করতে হলে প্রথমেই পাঠক্রমকে ব্যাপক অর্থে গ্রহন করতে হবে। পাঠক্রম কেবলমাত্র কতকগুলি পাঠ্যবিষয়ের তালিকামাত্র নয়। শ্রেনীকক্ষে, গ্রন্থাগারে, গবেষনাগারে, খেলার মাঠে শিক্ষার্থীরা যে বিচিত্র অভিজ্ঞতা বা জ্ঞানরাশি আহরন করে সেইগুলি পাঠক্রমের যথার্থ উপাদান হিসেবে গন্য করতে হবে। পাঠক্রম হবে বিদ্যালয়ে বিভিন্ন কর্ম ও অভিজ্ঞতার সুপরিকল্পিত সমন্বয়।

৪ [২] শিশুর চাহিদা ভিত্তিক ঃ

পাঠক্রম হবে শিক্ষার্থীর চাহিদা ও আগ্রহভিত্তিক। প্রত্যেক শিক্ষার্থী যাতে তার চাহিদা, সামর্থ্য, আগ্রহ ও প্রবনতা অনুযায়ী বিষয় বা কাজ বেছে নিতে পারে তার ব্যবস্থা পাঠক্রমে থাকবে। শিশুর অন্তর্নিহিত সম্ভাবনার বিকাশ সাধনের দিকে লক্ষ্য রেখে পাঠক্রম রচনা করতে হবে। পাঠক্রমের অভিজ্ঞতাগুলি শিক্ষার্থীর বর্তমান চাহিদা ও ক্ষমতা অনুযায়ী নির্বাচিত হবে।

৺[৩] সমাজের চাহিদাভিত্তিক:

পাঠক্রম হবে সমাজের চাহিদাভিত্তিক। পাঠক্রমের অন্তর্গত কাজগুলি এমনভাবে অন্তর্ভুক্ত হবে যাতে শিক্ষার্থীরা তাদের ভবিষ্যৎ সমাজজীবনের পক্ষে প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতা-গুলির সঙ্গে পরিচিত হবে। এজন্য পাঠক্রমে পর্যাপ্ত সম্মিলিত কার্যাবলী অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

৺[৪] ব্যক্তি ও সমাজের চাহিদার সমন্বয়:

পাঠক্রমের মধ্যে ব্যক্তির চাহিদা ও সমাজের চাহিদার সমন্বয় ঘটাতে হবে। সেইজন্য পাঠক্রমের মধ্যে এমন সব বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে যা ব্যক্তির বিকাশ ও সমাজের সমৃদ্ধি উভয়ের সহায়ক হবে। এজন্য বলা হয়— "A rationally conceived curriculum must be the resultant of two forces — the nature of the child and the requirements of the community."

৺[৫] সংরক্ষণের নীতি:

পাঠক্রমের মধ্যে এমন সব বিষয়বস্তু ও অভিজ্ঞতাকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে যার দ্বারা সমাজের অতীত কৃষ্টি ও সংস্কৃতি সংরক্ষিত হবে এবং শিক্ষার্থীদের মধ্যে সঞ্চালিত হবে। পাঠক্রমের মাধ্যমে অতীত কৃষ্টির সংরক্ষণ হবে এবং তার সঞ্চালন ও সমৃদ্ধি সাধন করতে হবে।

৺[৬] সৃজনাত্মক প্রতিভার বিকাশ:

পাঠক্রমে শিক্ষার্থীদের সৃজনাত্মক প্রতিভার বিকাশের সুযোগ থাকা প্রয়োজন। পাঠক্রমের মধ্যে এমন সব বিষয় বা কাজকর্ম অন্তর্ভুক্ত করতে হবে যার দ্বারা শিক্ষার্থীদের চিন্তা, কল্পনা ও সৃজনী-প্রতিভার বিকাশ সম্ভব হতে পারে।

৺[৭] কর্মকেন্দ্রিকতার নীতি:

পাঠক্রম শিক্ষার্থীর কর্ম বা সক্রিয়তাকে কেন্দ্র করে রচিত হবে। বিভিন্ন সমাজকল্যাণমূলক কাজ, উৎপাদন ও সৃজনাত্মক কাজ, খেলাধুলা, উৎসব-অনুষ্ঠান প্রভৃতি সক্রিয়তামূলক কাজকর্মকে পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। পাঠক্রমে বিষয়কেন্দ্রিক জ্ঞানকে যতদূর সম্ভব প্রত্যক্ষ কর্মের মাধ্যমে উপস্থাপন করতে হবে।

৺[৮] অগ্রমুখীনতার নীতি:

পাঠক্রম রচনার মধ্যে একটি এগিয়ে যাবার সুদূরপ্রসারী উদ্দেশ্য থাকবে। পাঠক্রম শুধুমাত্র বর্তমান চাহিদা মেটাবে না, তা শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ চাহিদার পূরণ করবে। শিক্ষার্থী যাতে পরিবেশের সঙ্গে সার্থকভাবে অভিযোজন করতে পারে এবং প্রয়োজনবোধে সমাজপরিবেশকে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করতে পারে, তার উপযোগী কর্ম বা অভিজ্ঞতা পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

৺[৯] পরিবর্তনশীলতার নীতি:

শিক্ষার্থীর চাহিদা ও সমাজজীবনের চাহিদার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পাঠক্রম পরিবর্তিত হবে। রাধাকৃষ্ণন কমিশন পাঠক্রমের এই পরিবর্তনশীলতার নীতির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। পাঠক্রমের মধ্যে গতিশীলতার ধর্ম সংযোগ করতে হবে। যথেষ্ট গবেষণার মাধ্যমে পাঠক্রমের পরিবর্তন করা উচিত।

৺[১০] বৃত্তিমুখীনতার নীতি:

পাঠক্রম বৃত্তিমুখী হবে। শিক্ষার্থী যাতে তার সামর্থ্য, রুচি ও আগ্রহ

অনুযায়ী ভবিষ্যৎ জীবনে উপযুক্ত বৃত্তি নির্বাচন করতে পারে। সেজন্য পাঠ্যক্রমে বিভিন্ন বৃত্তি সম্পর্কে প্রাথমিক পরিচয় দেবার ব্যবস্থা থাকবে। মুদালিয়র কমিশন পাঠ্যক্রমকে সমাজজীবনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করার জন্য বৃত্তিমূলক পাঠ্যক্রম রচনার কথা বলেছেন।

[১১] ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের নীতি:

প্রতিটি শিক্ষার্থীর অন্তর্নিহিত সম্ভাবনা, তার প্রকৃতিদত্ত সামর্থ্য, নিজস্ব রুচি ও আগ্রহ প্রভৃতি যাতে পাঠ্যক্রমের মধ্য দিয়ে পূর্ণ অভিব্যক্তির পথ খুঁজে পায় সেদিকে দৃষ্টি দিতে হবে। এজন্য পাঠ্যক্রম হবে বহুমুখী ও বৈচিত্র্যপূর্ণ। মুদালিয়র কমিশন ব্যক্তিকে ... নীতির উপর ভিত্তি করে বহুমুখী পাঠ্যক্রম প্রবর্তনের সুপারিশ করেছেন।

[১২] জীবনকেন্দ্রিকতার নীতি:

পাঠ্যক্রম শিক্ষার্থীর জীবনকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠবে। পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত সমস্ত অভিজ্ঞতাই হবে মূর্ত, বাস্তব এবং জীবনভিত্তিক। পাঠ্যক্রমের মাধ্যমে একরাশ তথ্যের বোঝা শিক্ষার্থীদের উপর চাপিয়ে দেওয়া চলবে না — শিক্ষার্থীরা যাতে ভবিষ্যৎ জীবনের পক্ষে প্রয়োজনীয় দক্ষতাগুলি অর্জন করতে পারে তার সংস্থান পাঠ্যক্রমে থাকবে। পাঠ্যক্রম রচনার এই নীতিকে বলা যায় জীবন-কেন্দ্রিকতার নীতি।

[১৩] অবসরযাপনের শিক্ষা:

পাঠ্যক্রম শিক্ষার্থীকে কেবলমাত্র কর্মময় জীবনের জন্য প্রস্তুত করবে না, তাকে অবসর যাপনের শিক্ষাও দেবে। এজন্য পাঠ্যক্রমে কতকগুলি তৃপ্তিকর গঠনমূলক শখ (Hobby) সৃষ্টির জন্য কতকগুলি কাজ, যেমন—উদ্যান রচনা, অভিনয়, অঙ্কন, সঙ্গীত প্রভৃতির ব্যবস্থা রাখতে হবে।

[১৪] অবিভাজ্যতা:

পাঠ্যক্রমের মধ্যে কোন কৃত্রিম বিভাগ থাকবে না। পাঠ্যক্রমের বিভিন্ন বিষয়গুলির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের কথাটি মনে রেখে পাঠ্যক্রম রচনা করতে হবে। শুধু তাই নয়, বিভিন্ন স্তরের পাঠ্যক্রমের মধ্যে যাতে সংহতি বজায় থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

[১৫] মূল্যবোধ সৃষ্টি:

... এবং পাঠ্যক্রম রচনায় সময় শিক্ষার্থীদের মধ্যে যাতে সামাজিক, নৈতিক ও ... মূল্যবোধ সৃষ্টি হতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। এজন্য মূল্যবোধসৃষ্টির সহায়ক বিষয় ও কাজকর্ম পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

=: **মন্তব্য** :=

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, আদর্শ পাঠ্যক্রমে যেমন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বিকাশের সুযোগ থাকবে, অন্যদিকে তেমনি সমাজ প্রগতির ব্যবস্থাও থাকবে। পাঠ্যক্রম হবে জীবনকেন্দ্রিক ও সমন্বয়পূর্ণ। পাঠ্যক্রমে থাকবে কতকগুলি <u>কেন্দ্রীয় বিষয়</u> [Core subject], যেগুলি সকল শিক্ষার্থীকে পড়তে হবে, আবার কতকগুলি বিষয় থাকবে যেগুলি শিক্ষার্থীরা নিজস্ব চাহিদা, আগ্রহ ও মানসিক ক্ষমতা অনুযায়ী

রেখে দেবে। এই বিষয়গুলিকে বলা হয় উপান্ত বিষয়। শিক্ষার গোড়ার দিকের স্তরে কেন্দ্রিয় বিষয়গুলির উপর গুরুত্ব দিতে হবে এবং যতই শিক্ষাস্তর এগিয়ে যাবে, ততই কেন্দ্রিয় বিষয়গুলির গুরুত্ব কমিয়ে উপান্ত বিষয়গুলির গুরুত্ব বাড়াতে হবে। পরিশেষে বলা যায়, আদর্শ পাঠক্রম রচনা করা একটি দুরূহ কাজ। এর জন্য দীর্ঘ অনুশীলন ও বিশ্লেষন প্রয়োজন। তাছাড়া বাস্তব অভিজ্ঞতা ছাড়া আদর্শ পাঠক্রম রচনা করা যায়না। কাজেই পাঠক্রম রচনার ক্ষেত্রে বাস্তব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন বহু সংখ্যক শিক্ষকের সক্রিয় সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন।

কর্মকেন্দ্রিক পাঠক্রম এবং সমন্বয়িত পাঠক্রমের মধ্যে পার্থক্য

কর্মকেন্দ্রিক পাঠক্রম এবং সমন্বয়িত পাঠক্রমের মধ্যে পার্থক্য নিরূপন করার আগে এই দুই ধরনের পাঠক্রম বলতে কি বোঝায় সে সম্পর্কে আলোচনা করা প্রয়োজন।

✓ কর্মকেন্দ্রিক পাঠক্রম :

যে পাঠক্রমে শিক্ষনীয় বিষয়বস্তুকে প্রত্যক্ষ কর্মের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয় এবং শিক্ষার্থীরা প্রত্যক্ষ কর্মসম্পাদনের মাধ্যমে জ্ঞান আহরন করে, তাকে বলা হয় কর্মকেন্দ্রিক পাঠক্রম [Activity Curriculum]। কর্মকে এখানে পাঠক্রমের একক হিসেবে নির্বাচন করা হয়। জন ডিউই বলেছেন — কর্মকেন্দ্রিক পাঠক্রম হল শিশুর কাজকর্মের একটি নিরবিচ্ছিন্ন প্রবাহ। এই কর্মপ্রবাহ বিভিন্ন প্রথাগত বিষয়ের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়না এবং শিক্ষার্থীর নিজস্ব আগ্রহ ও সামর্থ্য থেকে এইসব কাজকর্মের উদ্ভব ঘটে। এই ধরনের পাঠক্রমে এমন সব কর্মনির্বাচন করা হয়, যার দ্বারা শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান আহরন করা সম্ভব হয়, তাদের দেহ-মন ও আত্মার সামগ্রিক বিকাশ ঘটে এবং প্রত্যক্ষ জীবনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত কর্ম-অভিজ্ঞতা অর্জন করা সম্ভব হয়।

✓ সমন্বয়িত [অবিচ্ছিন্ন বা কেন্দ্রায়িত] পাঠক্রম :

যে পাঠক্রমের অন্তর্গত অভিজ্ঞতাগুলিকে পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করে নির্বাচন করা হয় এবং সেইসব অভিজ্ঞতাগুলিকে দলবদ্ধভাবে উপস্থাপন করার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়, তাকে বলা হয় সমন্বয়িত [integrated] বা অবিচ্ছিন্ন পাঠক্রম। এই ধরনের পাঠক্রম অনুবন্ধ নীতির উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। সমন্বয়িত পাঠক্রমে মানবীয় বিজ্ঞান, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান এবং সামাজিক বিজ্ঞান— এই তিনটি প্রধান শ্রেনীতে বিভিন্ন বিষয়কে শ্রেনীবিভাগ করে তাদের মধ্যে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করা হয় এবং এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা একক ও অবিচ্ছিন্ন জ্ঞান আহরন করে।

কর্মকেন্দ্রিক পাঠক্রম ও সমন্বয়িত পাঠক্রমের তুলনামূলকভাবে বিচার করলে তাদের মধ্যে কতকগুলি বিষয়ে মৌলিক পার্থক্য দেখা যায়, এই পার্থক্যগুলি হল নিম্নরূপ :

পার্থ্য

কর্মকেন্দ্রিক পাঠক্রম	সমন্বয়িত পাঠক্রম
১। কর্মকেন্দ্রিক পাঠক্রম সক্রিয়তার নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত।	১। সমন্বয়িত পাঠক্রম অনুবন্ধের নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত।
২। কর্মকেন্দ্রিক পাঠক্রমে একক হিসেবে এক একটি বস্তুধর্মী কাজকে গ্রহণ করা হয়, যেমন- ভ্রমন, হাতের কাজ, প্রকৃতি, পর্যবেক্ষন, অভিনয় ইত্যাদি।	২। সমন্বয়িত পাঠক্রমে একটি বিশেষ তাত্ত্বিক ধারনা [Concept]-কে পাঠক্রমের একক হিসেবে নির্বাচন করা হয় এবং তার পারিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন বিষয়ের সম্পর্কযুক্ত তথ্যকে গ্রহন করা হয়।
৩। এই পাঠক্রমে কর্মসম্পাদনের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।	৩। এই পাঠক্রমে বিভিন্ন প্রকার অভিজ্ঞতার সমন্বয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।
৪। এই পাঠক্রমে একই সঙ্গে শিক্ষার্থীর দৈহিক ও মানসিক শক্তির বিকাশ ঘটাবার চেষ্টা করা হয়।	৪। এই পাঠক্রমে শিক্ষার্থীর সকল জাগতিক অভিজ্ঞতাগুলিকে শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে তার কাছে উপস্থিত করা হয়।
৫। গতানুগতিক পাঠক্রমের সবরকম জ্ঞানকে কর্মে রূপান্তরিত করা যায় না। সেইজন্য এই পাঠক্রম স্বয়ংসম্পূর্ন নয়।	৫। এই পাঠক্রমে সবরকম জ্ঞানই পরিবেশন করা সম্ভবপর। সেইজন্য এই পাঠক্রম স্বয়ংসম্পূর্ন।
৬। কর্মকেন্দ্রিক পাঠক্রম কর্মভিত্তিক হওয়ায় বিষয়বস্তুকে ধারাবাহিক ক্রমে বা যৌক্তিক ক্রমে উপস্থাপন করা যায়না।	৬। সমন্বয়িত পাঠক্রমে বিষয়গুলিকে ধারনার ভিত্তিতে সম্পর্কযুক্ত করা হয় বলে, যৌক্তিক ক্রম অনুসরন করা সম্ভব হয়।

মন্তব্য :

কর্মকেন্দ্রিক পাঠক্রম ও সমন্বয়ী পাঠক্রমের মধ্যে এই মৌলিক পার্থক্য থাকলেও এই দুই ধরনের পাঠক্রম রচনার মূলে একটি মনোবৈজ্ঞানিক নীতি কাজ করে। শিক্ষাকে কার্যকরী করে তোলার জন্য শিক্ষার্থীর সক্রিয়তা যেমন প্রয়োজন, তেমনি অভিজ্ঞতার সমন্বয়ন প্রয়োজন। সক্রিয়তার নীতি এবং সমন্বয়ের নীতি— এই দুটির মধ্যে সামঞ্জস্যবিধান করে পাঠক্রম রচনা করা একান্ত প্রয়োজন।।

END